আজ দ্বিতীয় ধাপে ৬০ পৌরসভায় ভোট

দেশে চলমান পৌর নির্বাচনে আজ শনিবার দ্বিতীয় ধাপে ৬০টি পৌরসভায় ভোট নেওয়া হবে। সকাল আটটায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে একটানা চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ৬০ পৌরসভার মধ্যে ২৯টিতে ভোট নেওয়া হবে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) এবং ৩১টিতে ব্যালটের মাধ্যমে।

ইভিএমের মাধ্যমে ভোট হবে দিনাজপুরের জেলার বীরগঞ্জ, বগুড়ার সারিয়াকান্দি ও সান্তাহার, নওগাঁর নজিপুর, রাজশাহীর কাকনহাট ও আড়ানী, নাটোরের নলডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জের কাজিপুর, পাবনার ফরিদপুর, মেহেরপুরের গাংনী, কুষ্টিয়ার কুমারখালী, ঝিনাইদহের শৈলকুপা, বাগেরহাটের মোংলা পোর্ট, মাগুরার মাগুরা, পিরোজপুরের পিরোজপুর, টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী, ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া, নেত্রকোনার কেন্দুয়া, কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর, ঢাকার সাভার, নরসিংদীর মনোহরদী, নারায়ণগঞ্জের তারাব, শরীয়তপুরের শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর, কুমিল্লার চান্দিনা, ফেনীর দাগনভূঞা, নোয়াখালীর বসুরহাট, খাগড়াছড়ির খাগড়াছড়ি এবং গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভায়।

আর ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হবে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ, সিরাজগঞ্জের বেলকুচি, উল্লাপাড়া, সদর ও রায়গঞ্জ, নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ, কুষ্টিয়ার সদর, ভেড়ামারা ও মিরপুর, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া ও কমলগঞ্জ, কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও সদর, দিনাজপুর সদর ও বিরামপুর, পাবনার ভাঙ্গুড়া, সাথিয়া ও ঈশ্বরদী, রাজশাহীর ভবানীগঞ্জ, সুনামগঞ্জের সদর ও ছাতক, হবিগঞ্জের মাধবপুর ও নবীগঞ্জ, ফরিদপুরের বোয়ালমারী, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, নাটোরের গুরুদাসপুর ও গোপালপুর, বগুড়ার শেরপুর, বান্দরবান জেলার লামা এবং কিশোরগঞ্জ সদর পৌরসভায়।

নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে পুলিশ, এপিবিএন ও ব্যাটালিয়ন আনসারের সমন্বয়ে মোবাইল ফোর্স, স্ট্রাইকিং ফোর্স ও র্যাব মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি পুলিশ ও আনসার সদস্যও মাঠে থাকবেন।

ভোটার সংখ্যা এক লাখের বেশি যেসব পৌরসভায়, সেখানে চার প্লাটুন,

৫০ হাজারের বেশি হলে তিন প্লাটুন, ১০ হাজারের বেশি হলে দুই প্লাটুন এবং ভোটার সংখ্যা ১০ হাজারের নিচে হলে এক প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন থাকবে ভোটের দিন।

দ্বিতীয় ধাপে ৬১টি পৌরসভার তফসিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কিন্তু নীলফামারীর সৈয়দপুরে মেয়র পদের স্বতন্ত্র প্রার্থী (নারিকেল গাছ প্রতীক) মো. আমজাদ হোসেন সরকারের মৃত্যুতে এ পৌরসভার ভোট স্থগিত করা হয়।

দেশের ৩২৯টি পৌরসভার মধ্যে প্রথম ধাপে গত ২৮ ডিসেম্বর ইভিএমে ভোট হয় ২৪টি পৌরসভায়। দ্বিতীয় ধাপে আজ ভোট হচ্ছে ৬০ উপজেলায়। তৃতীয় ধাপে ৬৪টি পৌরসভায় ৩০ জানুয়ারি এবং চতুর্থ ধাপে ৫৬টি পৌরসভায় ১৪ ফেব্রুয়ারি ভোট নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় সুইসাইড নোট লিখে আত্মহত্যা

চুয়াডাঙ্গায় এএসএম মিরাজুল হাসান তুষার নামে এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন।

বৃহস্পতিবার রাতে চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের সাদেক আলী মল্লিকপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

তুষার ওই পাড়ার আবেদ হাসানের ছেলে এবং স্থানীয় ইম্প্যাক্ট মাসুদুল হম মেমোরিয়াল কমিউনিটি সেন্টারের মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পুলিশ ও এলাকা সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে বাড়ির একটি কক্ষে সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় ছেলের লাশ দেখতে পান তার মা তরুলতা মন্ডল। পরে পুলিশে খবর দিলে সদর থানা পুলিশ নিহত তুষারের ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করে। ওই চিঠিতে লেখা আছে ‘আমি এএসএম মিরাজুল ইসলাম (তুষার) সজ্ঞানে-স্বেচ্ছায় নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। এই আত্মহত্যার পেছনে কারো

কোনো এক বিন্দু পরিমাণ কোনো দোষ নেই। স্যরি মা। রাত ১২টা ৪০ মিনিট।’

নিহতের মা তরুলতা মন্ডল জানান, সম্প্রতি তুষার বাড়িতে একেবারে চুপচাপ থাকতো। কারো সাথে কোনো কথা বলতো না। সে বিষণ্নতায় ভুগছিলো।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জিহাদ ফখরুল আলম খাঁন বলেন, “পারিবারিক কলহের কারণে তুষার আত্মহত্যা করেছেন। এ বিষয়ে সদর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। পরিবারের পক্ষে কোনো অভিযোগ না থাকায় দাফনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।”

তালাকের পর সন্তান থাকবে কার জিম্মায়, আইন কী বলে?

রাজধানী ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকায় প্রতিদিন ৩৯টি তালাকের ঘটনা ঘটেছে।

ওই হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ সালের একই সময়ের তুলনায় ২০২০ সালে তালাকের পরিমাণ বেড়েছে।

তবে তালাকের সাথে স্বামী-স্ত্রীর পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি যারা প্রভাবিত হয় তারা হচ্ছে ওই পরিবারের সন্তানরা।
কোনও পরিবারের বাবা-মায়ের মধ্যে তালাক হলেও ওই পরিবারের সন্তানের জিম্মা কার হবে। এ নিয়ে মুসলিম আইনেই বা কী বলা আছে?

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মিতি সানজানা বলেন, মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী, প্রায় সব ক্ষেত্রে বাবা সন্তানের প্রকৃত আইনগত অভিভাবক। এই আইনের আওতায় সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং জিম্মাদারিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়।

তবে সাধারণ ক্ষেত্রে সন্তানের দেখাশুনা, অভিভাবকত্ব এবং ভরণপোষণের বিষয়গুলো অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০ এবং

পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই আইন অনুযায়ী, অভিভাবক বলতে যে ব্যক্তি কোনও নাবালকের শরীর অথবা সম্পত্তির বা শরীর ও সম্পত্তি উভয়ের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকবে তাকে বুঝাবে।

সন্তান কার জিম্মায় থাকবে?
আইনজীবী মিতি সানজানা বলেন, কোনও দম্পতির মধ্যে তালাক হলে এবং তাদের সন্তান থাকলে ছেলে সন্তানের সাত বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের হেফাজতে থাকবে। আইনে এমনটাই বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে মায়ের অধিকার সবার আগে স্বীকৃত।

তবে মুসলিম আইনে মা সন্তানের আইনগত অভিভাবক নন; আইনগত অভিভাবক বাবা। মা শুধু জিম্মাদার বা হেফাজতকারী।

“মা কিন্তু গার্ডিয়ান না, মাকে অভিভাবক হিসেবে ধরা হয় না, মা হচ্ছে বাচ্চার কাস্টোডিয়ান বা হেফাজতকারী।”

তিনি বলেন, ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে যে সাত বছর সে মায়ের কাছে থাকবে তখন সে বাবার সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে পারবে।

মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত সে মায়ের হেফাজতে থাকবে। এসময় বাবা তার সাথে দেখা করতে পারবেন।

এই সময়ের পর সন্তানদের তার বাবা চাইলে নিয়ে যেতে পারে।

তবে নির্দিষ্ট বয়সের পরও সন্তানের জিম্মাদারি যদি কোনও মা রাখতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে আদালতে আবেদন করতে হবে।

মিতি সানজানা বলেন, অনেক সময় দেখা যায় যে, তালাক হলেও যদি বাবা- মায়ের মধ্যে তেমন সমস্যা বা বিতর্ক না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সন্তানদেরকে যৌথ হেফাজতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বাবা কিংবা মা দু’জনেই চাইলে সন্তানদের রাখতে পারেন।

“সেক্ষেত্রে হয়তো মায়ের কাছে চার দিন আর বাবার কাছে তিন দিন বা তাদের সুবিধা মতো থাকতে পারে।”

তবে জিম্মাদারি বা হেফাজত নিয়ে যদি বিতর্ক তৈরি হয় তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের পর অর্থাৎ ছেলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাত বছর আর মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও যদি

মা নিজের হেফাজতে রাখতে চান, তখন তাকে আলাদাভাবে আদালতে আবেদন করতে হবে।

এ ধরনের আবেদনের পর আদালত যে বিষয়টি বিবেচনায় নেয় সেটি হচ্ছে, সন্তানের কল্যাণের জন্য যেটা সবচেয়ে ভাল, সেটিই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে আদালত।

আদালত সাধারণত চায় যে, হেফাজতের ক্ষেত্রে বাবা-মা দু’জনেই থাকুক। তবে ধরে নেয়া হয় যে, মায়ের কাছেই সন্তানরা সবচেয়ে বেশি ভাল থাকবে।

তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মা যদি আর্থিকভাবে সচ্ছল না হয়, বা তার যদি আয় না থাকে তাহলে সেটি মামলাকে দুর্বল করে তোলে।

“কোর্ট এখানে অনেক কিছুকে বিবেচনায় নেয়। যেমন ফাইনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি সেটা বাবা-মা যার কাছেই থাকুক না কেন, এছাড়া অন্যান্য বিষয় যেমন ড্রাগ ইস্যুও বিবেচনায় নেওয়া হয়,” বলেন মিতি সানজানা।

বাবা-মায়ের মধ্যে যদি কারো বিরুদ্ধে গুরুতর কোনও অভিযোগ থাকে যেমন মাদকাসক্ত হওয়া কিংবা অপরাধমূলক কোনও কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ, তাহলে আদালত কখনওই তার কাছে সন্তানের জিম্মাদারি দিতে চায় না।

“যার কাছে থাকলে সন্তানের সর্বোচ্চ কল্যাণ হবে তার কাছে থাকারই অনুমোদন দেয় আদালত।”

তবে সন্তান বাবা কিংবা মা- যার সাথেই থাকুক না কেন, অপরপক্ষকে সন্তানের সাথে দেখা করা ও সময় কাটানোর অনুমোদন দেওয়া হয় আদালতের পক্ষ থেকে। তবে এক্ষেত্রেও তার বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনও অভিযোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়।

গুরুতর অভিযোগ না থাকলে সপ্তাহে দুই দিন বা তিন দিন দেখা করতে পারে। তবে এটা পরিবার অনুযায়ী আলাদা হয় বলেও জানান আইনজীবী মিতি সানজানা।

তবে দেখা করার অনুমোদন থাকলেও যদি বাবা কিংবা মাকে দেখা করতে না দেওয়া হয় তাহলে যাকে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না সে আবার বিষয়টি নিয়ে আদালতে যেতে পারেন।

সন্তানের মতামতের সুযোগ আছে কি?
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মিতি সানজানা বলেন, হেফাজত বা জিম্মাদারি দেওয়ার ক্ষেত্রে সন্তানের মতামতের গুরুত্ব সবসময়ই থাকে।

তবে বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুদের ভয় দেখানো বা প্রভাবিত করা হয় বলে জানান মিতি সানজানা।

আর সেকারণেই বাচ্চাদের সম্মতি নেওয়া হলেও আদালত বোঝার চেষ্টা করে যে, সে কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিনা।

“পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, বাচ্চা নিজের ইচ্ছায় মতামত দিচ্ছে কিনা।”

তবে বাচ্চার মতামতই একমাত্র নয়। জিম্মাদারি নেওয়ার ক্ষেত্রে বাচ্চার মতামত মামলাটিকে শক্তিশালী করলেও এটি ধরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। বরং বাচ্চার মতামতকে একটি এভিডেন্স বা প্রমাণ হিসেবে নেওয়া হয়।

“বাচ্চা যদি বলে যে অমুকের সাথে থাকবো, তার মানে এই না যে তাকে সাথে সাথে থাকতে দেওয়া হচ্ছে,” বলেন মিতি সানজানা।

এর কারণ হচ্ছে, যার সাথে থাকতে চাচ্ছে সে ম্যানিপুলেট বা প্রভাবিত করতে পারে, ভয় দেখাতে পারে, তার ভরণপোষণের ক্ষমতা না থাকতে পারে, সে মাদকাসক্ত হতে পারে, তার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ থাকতে পারে। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়েই আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়।

“তবে যার পক্ষে বাচ্চা বলবে তার পক্ষেই মামলাটি শক্তিশালী হবে। জিম্মাদারি পাওয়ার ক্ষেত্রে দু’পক্ষই টানা-হেঁচড়া করে।”

তবে অনেক সময় বাচ্চার ইচ্ছানুযায়ী, দু’পক্ষকেই তার হেফাজত ও জিম্মাদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এলাকার হযরত আলীর কথা।

হযরত আলী প্রায় তিন একর জমিতে খণ্ড খণ্ড করে পুকুর, গবাদীপশুর খামার এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ফলের বাগান করে সারা জেলায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, খণ্ড খণ্ড করে ২৪ টি পুকুরে বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষের ব্যবস্থা, কাটিমন আম, পেয়ারা, লেবু, কমলা, মাল্টা, পেঁপেসহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের সমন্বয়ে ফলবাগান। পাশেই আরেকটি শেডে ৬ টি দুগ্ধবতী গাভীর দেখা মিললো।

এই মিশ্র ফল বাগান ও খামার থেকে তিনি বছরে ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা আয় করছেন।

তার এই মাছচাষ ও ফলবাগান দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওই গ্রামসহ আশপাশের আনেক গ্রামে বেকার তরুণরা মাছচাষ বা বাগান তৈরি করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।
তার বাগান দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করেন বহু মানুষ।

হযরত আলী জানান, কুষ্টিয়ায় তার বাড়ী হলেও সাতক্ষীরায় ব্যবসা ছিলো তার। পেপার্স প্রিন্টিং প্রেস ও ঠিকাদারি ব্যবসা করতেন সেখানে। কিন্তু এখন বয়স হওয়ায় সেখান থেকে আবার নিজ গ্রাম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের আহম্মদপুর এলাকায় ফিরে আসেন তিনি।

তবে কোন কিছু করতে না পেরে নিজেকে বেকারত্ব মনে হচ্ছিল। এসময় দুই ছেলের পরামর্শে কিছু একটা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। ইউটিউব চ্যানেল আর কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে দুই ছেলে তাকে একটি বাগান ও পুকুরে মাছ চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নিজের দুইবিঘা জমির পাশে অন্যের ৬ বিঘা জমি বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা বিঘা প্রতি লিজ নিয়ে পুকুর খনন করে মাছ চাষ শুরু করেন। আর পুকুর পাড়ে, কলা, পেঁপে, বেগুন, লাউ,শিম, লেবুর আবাদ করেও বাড়তি আয় করেন।

পাশের তিন বিঘা জমিতে থাই জাতের পেয়ারা, কমলা, চায়না লেবু ও কাশ্মীরি কুল চাষ করেছেন।

তার খামার থেকে প্রতিদিন ৪০-৫০ কেজি করে দুধ সংগ্রহ করা হয়। সেটি স্থানীয়দের চাহিদা মিটিয়ে শহরের বাজারে বিক্রি হয়ে থাকে। গেল দুই বছরের মধ্যেই অনেক সাফল্য এসেছে তার তিনি এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ

আদায়সহ পুকুরপাড় ও এর পুরো বাগানটি দেখাশোনা করেন।

তার বাগানে দেখাশোনার জন্য মাসিক বেতনে ২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সার্বক্ষণিক কাজ করে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শ্রমিক প্রয়োজন হয় তার এই খামারে।
এই খামার করে ইতোমধ্যে তিনি বেশ সাফল্য অর্জন করেছেন।

তিনি এই এলাকার কৃষিতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে ফল চাষে এবং ফল বাগানে উদ্বুদ্ধ করে স্বাবলম্বী করে তুলতে চান। তাই যুবকদের এই কৃষি ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বেকার হয়ে বসে না থেকে কৃষিখাতকে গুরুত্ব দিয়ে এভাবে পুকুরে পুকুরে মাছ চাষ গবাদিপশু পালন এমনকি বিভিন্ন ধরনের ফলের বাগান গড়ে তুলে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার তাগিদ দেন তিনি।

সেখানকার শ্রমিক মওলা বক্স জানান, এই খামার দেখাশোনা করতে মাসিক ১০ হাজার টাকায় কাজ করি। এতে করে আমার পরিবার বেশ ভালোভাবে চলছে। ছেলে মেয়েকে পড়ালেখা করানোসহ বেশ সুখেই আছি আমি।

উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, বৃদ্ধ বয়সেও যে কিছু করতে পারেন তার দৃষ্টান্ত উদাহরণ হযরত আলী। এই বয়সেও বেকার না থেকে কিছু একটা করবেন এই লক্ষ্যে তিনি এই মিশ্র ফলের বাগান, গরুর খামার এবং মাছের চাষ শুরু করেছেন তা সত্যি অসাধারণ।

আমরা কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে তাকে বাগানের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা বিভিন্ন ধরনের পরামর্শসহ সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকি। তার দেখাদেখি যদি আরো অনেক বেকার তরুণ কিংবা বেকার জনগোষ্ঠী এগিয়ে আসে তবেই আমাদের মঙ্গল।

ঝিনাইদহে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র

মূলক মামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র মূলক মামলার প্রতিবাদে এবং এ থেকে অব্যাহতি পেতে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগি একটি পরিবার। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে জিয়াউর রহমান নামের এক ব্যক্তি।

তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠকালে বলেন, কালীগঞ্জ উপজেলার বহিরগাছি গ্রামের সোহরাব হোসেন ও তার ভাই জাহাঙ্গীর হোসেনের সাথে শরিকানা জমি-জমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল।

সোহরাব হোসেন ঝিনাইদহ সহকারী জজ আদালতের অফিস সহায়ক (পিয়ন) চাকুরি করার সুবাদে আদালতে একাধিক মামলা করেছেন। ৯ টি মামলার মধ্যে বর্তমানে ৩ টি মামলা চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ টি মামলা থেকে জিয়াউর রহমানের পরিবারকে আদালত অব্যাহতি দিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জিয়াউর রহমানের পিতা আজিজুর রহমান, মাতা ফাতেমা খাতুন ও বড় ভাই হাসেম আলী।

ভুক্তভোগি জিয়াউর রহমান আরো অভিযোগ করে বলেন, আমি ঢাকাতে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করি। ছুটির দিন বাড়িতে আসলে মামলাবাজ সোহরাব হোসেন ও জাহাঙ্গীর হোসেন আমাকে ফাসানোর জন্য একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে দিয়ে হয়রানি করে চলেছে।

এ ব্যাপারে এলাকার কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে তাদেরকেও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করার হুমকি দেয় তারা। এই সকল মামলা থেকে অব্যাহতি পেতে তিনি প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

ঝিনাইদহে রাইচ প্লান্টার

যন্ত্র দ্বারা ধানের চারা রোপণ উদ্বোধন

ঝিনাইদহে ২০২০-২১ অর্থবছরে রবি মৌসুমে প্রণোদনা কার্যক্রমের আওতায় সমলয় চাষাবাদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বোরো ধানের চারা রাইচ ট্রান্টপ্লান্টার যন্ত্র দ্বারা রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর উপজেলার হলিধানি ইউনিয়নের সাগান্না গ্রামের মাঠে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতি দত্ত, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, হলিধানী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান, যুবলীগ নেতা নুর এ আলম বিপ্লব, বঙ্গবন্ধু পুরষ্কার প্রাপ্ত কৃষানী।
কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার জুনাইদ হাবিবের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে কৃষক, কৃষানী, জনপ্রতিনিধি ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, এতে করে কৃষক ভাল মানের চারা উৎপাদন করে অল্প সময়ের মধ্যে স্বল্পমূল্যে অধিক জমিতে ফসল আবাদ করতে পারবে। পাশাপাশি কৃষক অধিক ফসল ফলিয়ে লাভবান হবে।

পরে রাইচ প্লান্টার যন্ত্র দ্বারা শতাধিক কৃষকের ৫০ একর জমিতে হাইব্রিড তেজগোল্ড ধানের চারা রোপণের উদ্বোধন করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে কাউন্সিলর প্রার্থী নাসির উদ্দীনের অফিস ভাঙচুরের প্রতিবাদে মানববন্ধন

আগামী ৩০ জানুয়ারি ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌরসভা নির্বাচন। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত বুধবার রাতে উপজেলার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নাসির উদ্দীনের বাসভবন সংলগ্ন নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর ও বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে তার বাসার সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী নাসির উদ্দীন গতবারের নির্বাচিত একজন জনপ্রিয় কাউন্সিলর এবং হরিণাকুণ্ডু পৌর আওয়ামী লীগের সদস্য। তার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতিপক্ষরা এই হামলা চালিয়েছে।

কাউন্সিলর নাসির উদ্দীন বলেন আমার বাসায় স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম টিপু মল্লিক ভোট চেতে আসছিলেন এই খবর পেয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ফারুক হোসেনের ভাড়া করা গুন্ডা বাহিনী দিয়ে আমার নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর করে এবং আমার বাড়িতে ইট পাটকেল মারে।

এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম টিপু মল্লিক বলেন, আমি রাতে আমার নির্বাচনী প্রচারণা শেষ করে বাড়িতে ফিরছিলাম এসময় আমার বাড়ির সামনে নৌকা প্রতিকের প্রার্থী ফারুক হোসেন ও তার বহিরাগত গুন্ডা বাহিনী আমাকে উদ্দেশ্য করে হামলা করলে আমি আত্মরক্ষার্থে বাড়ির ভিতরে অবস্থান নিই। এ সময় আমার বাড়িতে ইট পাটকেল ছুঁড়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে।

এ ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও কাউন্সিলর নাসির উদ্দীন জানিয়েছেন।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে এই ভাঙচুরের ঘটনার সাথে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার দাবী জানান।

কাউন্সিলর নাসির উদ্দীনের অফিস ভাঙচুর ও স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর বাসায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চাইলে নৌকা প্রতিকের মেয়র প্রার্থী ফারুক হোসেন বলেন এ বিষয়ে আমি কিছুই

সম্পত্তি পাওয়ার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার গুড়পাড়া গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদ ও প্রাপ্ত সম্পত্তি পাওয়ার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন রফিকুল ইসলাম ও রবিউল ইসলাম নামে দুই সহদর।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌর শহরের সাংবাদিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন করেন। রফিকুল ইসলাম তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, উপজেলার গুড়পাড়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত জবেদ আলী আমার পিতা। বিবাহিত জীবনে দুই স্ত্রী তার।

এর মধ্যে প্রথম পক্ষের দুই ছেলে শওকত আলী অংকুর ও শফিকুল ইসলাম। ৫ কন্যা সায়রা, আছিরন, লতিফা, বুদু ও তহমিনা। দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলে আমি রফিকুল ইসলাম ও আমার ভাই রবিউল ইসলাম। আমাদের নিয়ে সুখেই চলছিল তার দিন।

হঠাৎ করে ২০০৮ সালের দিকে মারা যান তিনি। এসময় আমার পিতা রেখে যান ১৫ বিঘার অধিক সম্পত্তি। ওই সময় থেকেই দুই মায়ের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয় ওই সম্পত্তি নিয়ে। যা নিয়ে উভয় পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে থানা এবং আদালতে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে অনেক মামলা চলমান রয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় জন প্রতিনিধিরাও সামাজিক ভাবে মিমাংসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

এর মধ্যে প্রথম পক্ষের দুই ভাই শওকত আলী ও শফিকুল দ্বিতীয় পক্ষের আমরা দুই ভাই রফিকুল ও রবিউলকে আমাদের প্রাপ্ত সম্পত্তি বুঝিয়ে না দিয়ে বিভিন্ন প্রকার ভয়-ভীতি ও মামলা-হামলা করেই চলেছেন।

এছাড়াও একটি স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করে আমাদের দুই ভাইকে সামাজিক ভাবে হেয়

প্রতিপন্ন করেছেন। বিষয়টি নিয়ে আমরা দুই ভাই কোন উপায় না পেয়ে সংবাদ পত্রের মাধ্যমে ন্যায় বিচারের দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে সঠিক তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মোবারকগঞ্জ সুগারমিলে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগদান

মোবারকগঞ্জ সুগার মিলে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন মোশারফ হোসেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি যোগদান করেন। একই সাথে মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড প্রধান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আনোয়ার কবীর এর বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত বিদায় ও যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ চার আসনের সাংসদ আনোয়ারুল আজীম আনার এম পি। বিদায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ফুল দিয়ে বিদায় জানায় মিলসের সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা।